কিয়ামতের দিন আগের ও পরের সকল মানুষ এমন এক ময়দানে জমায়েত হবে, যেখানে একজন আহবানকারীর আহবান সকলে শুনতে পাবে এবং সকলেই এক সঙ্গে দৃষ্টিগোচর করবে। সূর্য নিকটে এসে যাবে। মানুষ এমনি কষ্ট-ক্লেশের সম্মুখীন হবে যা অসহনীয় ও অসহ্যকর হয়ে পড়বে

আবূ হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত: একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু
’আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে গোশ্ত আনা হল এবং তাঁকে সামনের রান পরিবেশন করা হল। তিনি এটা পছন্দ করতেন। তিনি তার থেকে কামড়ে খেলেন। এরপর বললেন, “আমি হব কিয়ামতের দিন মানবকুলের নেতা। তোমাদের কি জানা আছে তা কেন? কিয়ামতের দিন আগের ও পরের সকল মানুষ এমন এক ময়দানে জমায়েত হবে, যেখানে একজন আহবানকারীর আহবান সকলে শুনতে পাবে এবং সকলেই এক সঙ্গে দৃষ্টিগোচর করবে। সূর্য নিকটে এসে যাবে। মানুষ এমনি কষ্ট-ক্লেশের সম্মুখীন হবে যা অসহনীয় ও অসহ্যকর হয়ে পড়বে। তখন লোকেরা বলবে, তোমরা কী বিপদের সম্মুখীন হয়েছ, তা কি দেখতে পাচ্ছ না? তোমরা কি এমন কাউকে খুঁজে বের করবে না, যিনি তোমাদের রবের কাছে তোমাদের জন্য সুপারিশকারী হবেন? কেউ কেউ অন্যদের বলবে যে, আদমের কাছে চল। তখন সকলে তার কাছে এসে তাঁকে বলবে, আপনি আবুল বাশার। আল্লাহ্ তা’আলা আপনাকে নিজ হস্ত দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর রূহ আপনার মধ্যে ফুঁকে দিয়েছেন এবং মালায়িকাহ্কে হুকুম দিলে তাঁরা আপনাকে সিজদা করেন। আপনি আপনার রবের নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না যে, আমরা কিসের মধ্যে আছি? আপনি কি দেখছেন না যে, আমরা কী অবস্থায় পৌঁছেছি। তখন আদম (আঃ) বলবেন, আজ আমার রব এত রাগান্বিত হয়েছেন যার আগেও কোনদিন এরূপ রাগান্বিত হননি আর পরেও এরূপ রাগান্বিত হবেন না। তিনি আমাকে একটি গাছের নিকট যেতে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু আমি অমান্য করেছি, নফ্সী, নফ্সী, নফ্সী, (আমি নিজেই সুপারিশ প্রার্থী) তোমরা অন্যের কাছে যাও, তোমরা নূহ (আঃ)-এর কাছে যাও। তখন সকলে নূহ্ (আঃ)-এর কাছে এসে বলবে, হে নূহ্ (আঃ)! নিশ্চয়ই আপনি পৃথিবীর মানুষের প্রতি প্রথম রাসূল। আর আল্লাহ্ তা’আলা আপনাকে পরম কৃতজ্ঞ বান্দা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং আপনি আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না যে, আমরা কিসের মধ্যে আছি? তিনি বলবেন, আমার রব আজ এত ভীষণ রাগান্বিত যে, আগেও এমন রাগান্বিত হননি আর পরে কখনো এমন রাগান্বিত হবেন না। আমার একটি গ্রহণযোগ্য দু’আ ছিল, যা আমি আমার কওমের ব্যাপারে করে ফেলেছি, (এখন) নফ্সী, নফ্সী, নফ্সী। তোমরা অন্যের কাছে যাও- যাও তোমরা ইব্রাহীম (আঃ)-এর কাছে। তখন তারা ইব্রাহীম (আঃ)-এর কাছে এসে বলবে, হে ইব্রাহীম (আঃ)! আপনি আল্লাহর নবী এবং পৃথিবীর মানুষের মধ্যে আপনি আল্লাহর বন্ধু[3]। আপনি আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না আমরা কিসের মধ্যে আছি? তিনি তাদের বলবেন, আমার রব আজ ভীষণ রাগান্বিত, যার আগেও কোন দিন এরূপ রাগান্বিত হননি, আর পরেও কোনদিন এরূপ রাগান্বিত হবেন না। আর আমি তো তিনটি মিথ্যা বলে ফেলেছিলাম। রাবী আবূ হাইয়ান তাঁর বর্ণনায় এগুলোর উল্লেখ করেছেন- (এখন) নফসী, নফসী, নফসী, তোমরা অন্যের কাছে যাও- যাও মূসার কাছে। তারা মূসার কাছে এসে বলবে, হে মূসা (আঃ)! আপনি আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ্ আপনাকে রিসালাতের সম্মান দিয়েছেন এবং আপনার সঙ্গে কথা বলে সমস্ত মানবকূলের উপর মর্যাদা দান করেছেন। আপনি আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না আমরা কিসের

মধ্যে আছি? তিনি বললেন, আজ আমার রব ভীষণ রাগান্বিত আছেন, এরূপ রাগান্বিত আগেও হননি এবং পরেও এরূপ রাগান্বিত হবেন না। আর আমি তো এক ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেলেছিলাম, যাকে হত্যা করার জন্য আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়নি। এখন নফ্সী, নফসী, নফসী। তোমরা অন্যের কাছে যাও- যাও ঈসা (আঃ)-এর কাছে। তখন তারা ঈসা (আঃ)-এর কাছে এসে বলবে, হে ঈসা (আঃ)! আপনি আল্লাহররাসূল এবং কালিমাহ [4], যা তিনি মারইয়াম (আঃ)-এর উপর ঢেলে দিয়েছিলেন। আপনি ’রূহ’[5]। আপনি দোলনায় থেকে মানুষের সঙ্গে কথা বলেছেন। আজ আপনি আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না, আমরা কিসের মধ্যে আছি? তখন ঈসা (আঃ) বলবেন, আজ আমার রব এত রাগান্বিত যে, এর আগে এরূপ রাগান্বিত হননি এবং এর পরেও এরূপ রাগান্বিত হবেন না। তিনি নিজের কোন গুনাহর কথা বলবেন না। নফসী, নফসী, নফসী, তোমরা অন্য কারও কাছে যাও- যাও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ’আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে। তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ’আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বলবে, হে মুহাম্মাদ! আপনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ্ তা’আলা আপনার আগের, পরের সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দিয়েছেন। আপনি আমাদের জন্য আপনার রবের কাছে সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না আমরা কিসের মধ্যে আছি? তখন আমি আরশের নিচে এসে আমার রবের সামনে সিজদা দিয়ে পড়ব। তারপর আল্লাহ্ তা’আলা তাঁর প্রশংসা ও গুণগানের এমন সুন্দর নিয়ম আমার সামনে খুলে দিবেন, যা এর পূর্বে অন্য কারও জন্য খোলেননি। এরপর বলা হবে, হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ’আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তোমার মাথা উঠাও। তুমি যা চাও, তোমাকে দেয়া হবে। তুমি সুপারিশ কর, তোমার সুপারিশ কবূল করা হবে। এরপর আমি আমার মাথা উঠিয়ে বলব, হে আমার রব! আমার উম্মত। হে আমার রব! আমার উম্মত। হে আমার রব! আমার উম্মত। তখন বলা হবে, হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ’আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনার উম্মাতের মধ্যে যাদের কোন হিসাব-নিকাশ হবে না, তাদেরকে জান্নাতের দরজাসমূহের ডান পার্শ্বের দরজা দিয়ে প্রবেশ করিয়ে দিন। এ
দরজা ব্যতীত অন্যদের সঙ্গে অন্য দরজায় ও তাদের প্রবেশের অধিকার থাকবে। তারপর তিনি বলবেন, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, সে সত্তার শপথ! জান্নাতের এক দরজার দুই পার্শ্বের মধ্যবর্তী স্থানের প্রশস্ততা যেমন মক্কা ও হামীরের মধ্যবর্তী দূরত্ব, অথবা মক্কা ও বস্রার মাঝে দূরত্বের সমতুল্য”। [সহীহ] [সহীহ বুখারী ও মুসলিম]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের সাথে এক খাবারের দাওয়াতে ছিলেন। তারপর তাকে ভেড়ার পা পরিবেশন করা হল আর সেটাই ছিল তার কাছে সবচেয়ে সুস্বাদু মাংস। তিনি দাঁতের ডগা দিয়ে এটি কামড়ে নিল, তারপর তাদের সাথে কথা বললেন: কিয়ামতের দিন আমি আদম সন্তানের সর্দার; এটি আল্লাহর অনুগ্রহের প্রকাশ স্বরূপ বলেছেন। তারপর তিনি বললেন: তুমি কি জানো এটা কী? তিনি বলেন: কিয়ামতের দিন মানুষকে এক স্তর বিস্তৃত প্রশস্ত সমতল ভূমিতে একত্রিত করা হবে এবং সেখানে যারা থাকবে তারা আহ্বানকারীর কথা শুনবে এবং দৃষ্টিদানকারী তাদের ঘিরে রাখবে কিছুই তাঁর কাছে গোপন থাকবে না। যেহেতু পৃথিবী সমতল, এর উপর এমন কিছু নেই যা দৃষ্টি দানকারীর কাছ থেকে কাউকে আড়াল করতে পারে। দৃষ্টি তাদের ভেদ করবে, অর্থাৎ যদি কেউ কথা বলে, অন্য কেউ তাকে শুনতে পাবে আর দৃষ্টি তাদের দেখবে। সূর্য সৃষ্টির কাছে এক মাইল দূরত্বে আসবে এবং তারা এমন দুঃখ ও যন্ত্রণায় জর্জরিত থাকবে যা তারা বহন করতে বা সহ্য করতে পারবে না, তাই তারা সুপারিশের মাধ্যমে মুক্তি কামনা করবে। অতঃপর আল্লাহ ঈমানদার লোকদের মানবজাতির পিতা আদমের কাছে আসার জন্য ইলহাম করবেন। তারা তাঁর কাছে এসে তাঁর গুণাবলীর কথা উল্লেখ করবেন, যাতে তিনি আল্লাহর কাছে তাদের জন্য সুপারিশ করেন। তারা তাকে বলবে: তুমি আদম, মানবজাতির পিতা। আল্লাহ তোমাকে তাঁর হাতে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর ফেরেশতাদের দ্বারা তোমাকে সিজদা করিয়েছেন, তোমাকে সবকিছুর নাম শিক্ষা দিয়েছেন এবং তোমার মধ্যে তাঁর রূহ ফুঁকে দিয়েছেন। তাই সে অজুহাত পেশ করে বলবে: আজ আমার রব এমন এক ক্রোধে রাগান্বিত হন যা তিনি আগে কখনও করেননি এবং পরেও কখনও করবেন না। তারপর তিনি তার পাপের কথা উল্লেখ করবেন, যা হল আল্লাহ তাকে একটি গাছের ফল খেতে নিষেধ করেছেন, তিনি তা খেয়ে ফেলেছেন এবং বললেন: আমার আত্মাই সুপারিশের প্রাপ্তের যোগ্য, আমাকে ছাড়া অন্য কারো কাছে

যাও, তোমরা নূহের কাছে যাও। তারা নূহের কাছে আসবে এবং তারা বলবে: তুমিই প্রথম রাসূল যাকে আল্লাহ পৃথিবীবাসীর কাছে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ তোমাকে একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হিসেবে নাম দিয়েছেন, কিন্তু তিনি ওযর পেশ করবেন: মহান আল্লাহ আজ এমন ক্রোধে ক্রোধান্বিত হয়েছেন যা তিনি আগে কখনও করেননি এবং তারপরেও কখনও এরূপ রাগ করবেন না। আর তার একটি দোয়া ছিল যা তিনি তার জাতির বিরুদ্ধে ব্যাবহার করেছেন। আমার আত্মাই সুপারিশ প্রাপ্তির যোগ্য। তোমরা আমি ছাড়া অন্য কারো কাছে যাও, তোমরা ইব্রাহিমের কাছে যাও। তারা ইব্রাহিমের কাছে এসে বলবে: তুমি পৃথিবীতে আল্লাহর বন্ধু। তোমার রবের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করো। তুমি কি দেখো না আমরা কী অবস্থায় আছি?! সে তাদের বলবে: আমার রব আজ এমন রাগে ক্ষুব্ধ হয়েছেন যা তিনি আগে কখনও করেননি এবং পরেও এমন রাগে ক্ষুব্ধ হবেন না। আমি তিনটি মিথ্যা বলেছি; তার কথা: আমি অসুস্থ এবং তার কথা: তাদের নেতা এটা করেছে এবং তার স্ত্রী সারাকে লক্ষ্য করে তার কথা: তাকে বলো যে আমি তোমার ভাই, যাতে সে তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকে। সত্য কথা হলো, তিনটি শব্দ ছিল কেবল রূপক। কিন্তু যেহেতু তার সুরুত ছিল মিথ্যাবাদীর, তাই সে নিজেকে এত ছোট বোধ করলেন যে, সুপারিশ করার জন্য নিজেকে উপযুক্ত মনে করলেন না। কারণ যে আল্লাহকে সবচেয়ে ভালোভাবে জানে এবং তাঁর সবচেয়ে কাছের, সেই ব্যক্তিই তাঁকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে। তিনি বলেন: আমার আত্মাই সুপারিশের যোগ্য। আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো কাছে যাও, তোমরা মুসার কাছে যাও। তারা মূসার কাছে এসে বলবে: হে মূসা, তুমি আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ তোমাকে তাঁর বাণী এবং তাঁর কথার মাধ্যমে মানুষের উপর অনুগ্রহ করেছেন। তোমার রবের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করো। তুমি কি দেখো না আমরা কী অবস্থায় আছি?! তিনি বলবেন: আমার রব আজ এমন রাগে ক্রোধান্বিত হয়েছেন যা তিনি আগে কখনও করেননি এবং পরেও এমন রাগে ক্রোধান্বিত হবেন না। আমি এমন এক আত্মাকে হত্যা করেছি যাকে হত্যা করার জন্য আমাকে আদেশ করা হয়নি। আমার আত্মাই সুপারিশের যোগ্য। অন্য কারো কাছে যাও, মরিয়মের পুত্র ঈসার কাছে যাও। তারা ঈসার কাছে এসে বলবে: হে ঈসা, তুমি আল্লাহর রাসূল, আর তাঁরই বাণী, যা তিনি মরিয়মের মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন এবং তাঁরই এক রূহ, আর তুমি শিশু অবস্থায় দোলনায় থাকা লোকদের সাথে কথা বলেছিলে। তোমার রবের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করো। তুমি কি দেখো না আমরা কী অবস্থায় আছি? তখন সে বলবে: আমার রব আজ এমন রাগে ক্রোধান্বিত হয়েছেন যা তিনি আগে কখনও করেননি এবং পরে কখনও এমন রাগে ক্রোধান্বিত হবেন না এবং তিনি কোন পাপের কথা উল্লেখ করেননি। আমার আত্মাই সুপারিশের যোগ্য। আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো কাছে যাও, মুহাম্মদের কাছে যাও। তারা মুহাম্মদের কাছে এসে বলবে: হে মুহাম্মদ, আপনি আল্লাহর রাসূল এবং নবীদের শেষ স্তম্ভ। আল্লাহ আপনার অতীত ও ভবিষ্যতের পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন। আপনার প্রতিপালকের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না আমরা কী অবস্থায় আছি?! তাই আমি এগিয়ে আরশের নীচে এলাম এবং আমি আমার রবের জন্য সাজদায় লুটিয়ে পড়ব। তারপর আল্লাহ আমার জন্য তাঁর প্রশংসা ও দয়ার এমন কিছু খুলে দিবেন যা তিনি আমার পূর্বে কারো জন্য খুলে দেননি। তারপর বলা হবে: হে মুহাম্মদ, মাথা তুলুন, প্রার্থনা করুন, আপনাকে দেওয়া হবে, সুপারিশ করুন, আপনার সুপারিশ মঞ্জুর করা হবে। তাই আমি মাথা তুলব এবং বলব: আমার জাতি, হে রব, আমার জাতি, হে রব, আমার জাতি, তার সুপারিশ কবুল করা হবে। তাকে বলা হবে: হে মুহাম্মদ, তোমার উম্মতের যাদের হিসাব নেই তাদেরকে জান্নাতের ডান দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে দাও এবং তারা অন্যান্য দরজার লোকদের সাথে অংশীদার হবে। তারপর তিনি বললেন: যার হাতে আমার প্রাণ, সেই সত্তার শপথ, জান্নাতের দরজার দুই পাশের দূরত্ব ইয়েমেনের সানা ও মক্কার মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান, অথবা সিরিয়ার বুসরা ও মক্কার মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান, যা হাওরান শহর।

http://www.sunnah.global/hadeeth/bn/show/8345